তারিখ ... 21.11.84 ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

ছাত্র মিছিলে ট্রাক তুলে দেবার তদন্ত রিপোর্ট

মিছিল অনুসরণ অযৌক্তিক : পুলিশ ট্রাকচালকের লাইসেন্স বেআইনী

(স্টাফ রিপোর্টার)

ফুলবাড়িয়ায় গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী ছাত্র মিছিলের ওপর পুলিশের ট্রাক তুলে দেয়ার ঘটনার তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। তদন্ত কমিশনের চেয়ারম্যান বিচারপতি জনাব বদরুল হায়দার চৌধুরী ট্রাকের কনস্টেবল—ড্রাইভার আবদুস সামাদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ দন্ডবিধির ৩০৪-বি ধারা অনুযায়ী দায়ের করা মামলা চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

উল্লেখ্য, মিছিলে ট্রাক তুলে দেয়ায় চাকার নীচে পড়ে তিন ব্যক্তির দেহ থেৎলে যায়। সেলিম ও দেলোয়ার নামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন ছাত্র ঘটনাস্থলেই নিহত হন।

তদন্ত কমিশন ১০ জন পুলিশ কর্মচারী ও ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ৫ জন সাধারণ নাগরিকের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছে।

বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরী বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা থেকে ছাত্র মিছিলটিকে ফুলবাড়িয়া পর্যন্ত পুলিশের ট্রাক নিয়ে অনুসরণকে দায়িত্বহীন কাজ বলে তার রিপোর্টে বর্ণনা

(শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

লাইসেন্স বেআইনী

(১ম পৃঃ পর)

করেছেন।

রিপোর্টে বলা হয়, যে মিছিলটি ছত্রভঙ্গ করে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, সেই মিছিলটি প্রতি ইঞ্চিতে অনুসরণ করার কোন গ্রহণযোগ্য কারণ নেই। রিপোর্টে বলা হয়, শেষ পর্যন্ত ফুলবাড়িয়ায় লাঠিচার্জ করেই পুলিশ মিছিলটি ছত্রভঙ্গ করে। কিন্তু তার আগে ট্রাকের চাকায় তিনজন মানুষ পিষ্ট হয়ে যায়।

কমিশনের রিপোর্টে পুলিশের সাক্ষ্য প্রমাণের বেশ কিছু অসঙ্গতি তুলে ধরা হয়েছে। রিপোর্টে ট্রাকের কনস্টেবল—ড্রাইভার আবদুস সামাদের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, তার ডান হাতের কথিত অর্ধেক ইটের ঢিলের আঘাত এতই সামান্য যে ট্রাকের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলার প্রশ্নই ওঠে না। কমিশনের এই বক্তব্যের পক্ষে পঙ্গু হাসপাতালের সার্টিফিকেটের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। পুলিশ হাসপাতালে কনস্টেবল ড্রাইভারের দীর্ঘ এক মাস চিকিৎসার কথা উল্লেখ করে রিপোর্টে বলা হয়, কি কারণে তাকে চিকিৎসা করা হয়েছে, পুলিশ হাসপাতালের ডিসচার্জ সার্টিফিকেটে তা বলা হয়নি। সম্ভবতঃ একজন অপরাধীকে বাঁচানোর জন্যেই হাসপাতালে ভর্তির ছদ্মাবরণ গ্রহণ করা হয়েছিল বলে কমিশন মন্তব্য করেছে।

কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়, পুলিশের ট্রাকটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। মিছিলকারীরা পিছন দিকে ফিরে ট্রাকের উপর ইটপাটকেল নিক্ষেপ করলেও কনস্টেবল ড্রাইভারের আহত হবার কারণ দেখা যায় না। যুক্তি হলো, ট্রাকটির উইন্ডশীল্ড ভাঙেনি বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। ব্রেক ফেল করারও প্রশ্ন ওঠে না, কারণ যান্ত্রিক পরীক্ষার

দিতে এসেও অস্থির আচরণ করে বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে।

সর্বোপরি আবদুস সামাদের ড্রাইভিং লাইসেন্স ও চাকরি প্রাপ্তি সম্পর্কে কমিশন প্রশ্ন উত্থাপন করেছে। সে ৭৮ সালে ১৫ বছর ২০ দিন বয়সের সময় বেআইনীভাবে পুলিশ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্স লাভ করে। এই লাইসেন্স বলে ৮১ সালের আগস্ট মাসে ১৮ বছর বয়সে সে কনস্টেবল-ড্রাইভারের চাকরি পায়। অথচ আইন অনুযায়ী ২০ বছর বয়সের আগে ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান সম্পূর্ণ বেআইনী।